দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 12 OCT 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

শিক্ষকদের অবসরকালীন সুবিধা

দেশের শিক্ষাব্যবস্থার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সর্ববৃহৎ অঙ্গ বেসরকারী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষকদের জরুরী মানবিক একটি দিকের প্রতি সরকার দৃষ্টি দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া গত সোমবার তাঁদের অবসরকালীন সুবিধা হিসাবে থোক ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা দিয়েছেন। সারাজীবন শিক্ষকতা করে আমাদের বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকরা একরকম শূন্যহাতেই অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হন। দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন উর্ধগতির এই বাজারে সমাজের অন্যসব শ্রমজীবীর মতোই শিক্ষকরাও তাঁদের মাসিক বেতনভাতার টাকা থেকে কর্মক্ষমতারহিত, বার্ধক্য বা অবসরকালীন জীবনের জন্য কোন সঞ্চয়ই রাখতে পারেন না। ফলে অবসর গ্রহণের পর সন্তানসন্ততি ও পোষ্যদের অসম্পন্ন নানারকম দায়দায়িত্ব নির্বাহ করতে গিয়ে শেষ জীবনে তাঁদের নিদারুণভাবেই নাজেহাল হতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে অবসর জীবনে নিজের কিংবা পরিবারের সদস্যদের আকস্মিক অসুখ-বিসুখ, বিপদআপদে মোকাবিলা করতে হয় এক চরম অসহায় ও অমানবিক অবস্থার। আবার অবসর গ্রহণের সঙ্গে বা তার স্বল্পকাল পরেই বহুক্ষেত্রে জীবনপ্রদীপ নিভে যাওয়ার কারণেও সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের সঞ্চয়হীন অবস্থার করুণ শিকার হতে হয় তাঁর পরিবার-পরিজনকে। কারণ সংসারের উপার্জনক্ষম মানুষ বলতে হয়ত দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিই থাকে না। আমাদের নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণেই শিক্ষকরা কার্যত তাঁদের বার্ধক্যে সমাজের গলগ্রহ ও করুণার পাত্রই হয়ে দাঁড়ান। মানুষ গড়ার কারিগর হিসাবে একজন নিষ্ঠাবান শিক্ষক যে ভূমিকা রাখেন, দেশ ও সমাজ গড়ার আদর্শ মানুষ সৃষ্টির জন্য নিঃস্বার্থভাবে যেভাবে আপন মেধা ও শ্রম বিলিয়ে দিয়ে যান, সমাজ তার যথাযথ মূল্যায়ন করতে, তার যথাযোগ্য প্রতিদান দিতে আজও ব্যর্থই হচ্ছে। অবশ্য মূল্যবোধের এই সার্বিক অবক্ষয়ের যুগে শিক্ষকতার মতো মহান পেশাও যে ক্ষেত্রবিশেষে কলুষিত হচ্ছে, কোন কোন ক্ষেত্রে আদর্শচ্যুতি ঘটছে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত একশ্রেণীর মানুষের, শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও প্রাধান্য পাচ্ছে কাঞ্চনমূল্যের বিবেচনাটাই, এমনকি সেক্ষেত্রে নানান অসাধু ও অবৈধ পন্থা অবলম্বনেরও প্রবণতা দেখা যাচ্ছে—তাও অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে, এসবের পিছনেও শিক্ষকদের প্রতি সমাজ ও রাষ্ট্রের যথাযথ দায়িত্ববোধের অভাবটাই যে একটি বড় কারণ হিসাবে কাজ করে থাকে, সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধাররা সে সত্যটির প্রতি চোখ বুজে থাকলেও তা অসত্য হয়ে যাবে না।

সুখের বিষয়, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার তাঁদের শাসনামলের প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছে হলেও অবসর সুবিধা চালুর বাস্তব পদক্ষেপ নিয়ে সে সত্যোপলব্ধির একটা স্বাক্ষর রাখলেন। আমরা একে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। এটা ঠিক বিগত এরশাদ সরকারের আমলেই প্রথম সারা দেশের বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য অবসরকালীন সুবিধাদানের বিষয়টির প্রতি নজর দেয়া হয় এবং শিক্ষকদের প্রত্যেকের মাসিক বেতনের ২% কেটে নিয়ে ১২ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করে তা ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিটে রাখা হয়। সে-তহবিল পরে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের অন্তবর্তীকালীন সরকার 'ফ্রীজ' করে দেন এবং তা আজও ঐ অবস্থাতেই রয়েছে। এ-সম্পর্কেও সরকারের একক সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার। '৯১ সালে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সরকার ক্ষমতায় এসে শিক্ষকদের অবরকালীন ভাতা হিসাবে ২৫ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করেন। পরে বাজেট বরাদ্দ ও সুদে-আসলে মিলিয়ে তা বেড়ে ৪৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অবসরকালীন সুবিধা ট্রাস্ট আইনের অনুপস্থিতিতে সে -সুবিধা শিক্ষকরা ভোগ করতে পারছেন না। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির মহাসচিব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম এ সুবিধা বিতরণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ণের দায়িত্বে রয়েছেন বলে জানা গেছে। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সোমবার সন্ধ্যায় ওসমানী মিলনায়তনে দেয়া ভাষণে উল্লাস ও করতালির মধ্যে ঘোষণা করেন, অবসর সুবিধা ট্রাস্ট আইন ও নীতিমালা প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে। এই আইন ও নীতিমালা প্রণয়নের কাজটি যত শীঘ্র শেষ করা হবে, তত শীঘ্রই সংশ্লিষ্ট ট্রাস্ট তার কাজ শুরু করতে সক্ষম হবে এবং শিক্ষকরাও যথারীতি তাঁদের শেষ জীবনের একটি বড় অবলম্বন হিসাবে ঐ অবসর সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। অবসরকালীন সুবিধার জন্য প্রধানমন্ত্রীর থোক আরও ৩০ কোটি টাকা ঘোষণার ফলে তহবিলে মোট অঙ্কের পরিমাণ দাঁড়াল ৭৪ কোটি টাকা। শিক্ষকরা আন্দোলন করেই এ অবসর সুবিধা আদায় করেছেন। নিশ্চিতভাবেই এর মধ্য দিয়ে দেশের শিক্ষকদের জীবনের একটি অনিশ্চয়তার দিকের অবসান ঘটতে যাচ্ছে। পেশা হিসাবেও এর মধ্য দিয়ে আরও উন্নীত হলো শিক্ষকতার মর্যাদা। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বেসরকারী শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন সংশোধনের কাজও শুরু করার কথা ঘোষণা করেন। ফলে শিক্ষকদের জন্য গঠিত কল্যাণ তহবিলেরও সুবিধা লাভের পথটি উন্মুক্ত হতে যাচ্ছে।

বিশ্ব শিক্ষক দিবস, ১৯৯৫ উপলক্ষে দেশের শিক্ষক সমিতিসমূহ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষাকে তাঁর সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দানের কথা পুনরুল্লেখ করেছেন। শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দানের বহু বিঘোষিত নীতির সঙ্গে শিক্ষকদের জন্য অবসর সুবিধা ও কল্যাণভাতা চালুর পদক্ষেপসমূহ অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। শিক্ষকদের দুর্ভোগ ও বঞ্চনা দূর এবং আর্থিক মর্যাদা ও নিশ্চয়তা বৃদ্ধির পদক্ষেপ ছাড়া শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়ার নীতি বাস্তবে অন্তঃসারশূন্য হতে বাধ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী বেসরকারী শিক্ষকদের জন্যও টাইম স্কেল প্রদান, সরকারী অনুদানের পরিমাণ শতকরা ৮০ ভাগে উন্নীত করা, বাজেটে শিক্ষা খাতে সর্বাধিক অর্থ বরাদ্দ করা, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা এবং শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী চালু করাসহ বিভিন্ন সরকারী পদক্ষেপ ও উদ্যোগের কথা বলেছেন। উল্লিখিত এসব অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষা প্রশাসনের আমলাতান্ত্রিকতা ও দুর্নীতি প্রভৃতির দরুন নানারকম সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে এবং অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে না। আমরা শিক্ষকদের অবসরভাতা ও কল্যাণ ভাতা অবিলম্বে প্রদান নিশ্চিত করাসহ উল্লিখিত সকল ক্ষেত্রেই বিরাজমান সমস্যাসমূহ দূর করার আহ্বান জানাচ্ছি। দু'হাজার সাল পড়তে আর বেশি দেরি নেই। উল্লিখিত সকল সমস্যা দূর করে সরকার ২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার বাস্তব সদিচ্ছার পরিচয় দেবেন—এটাই দেশবাসীর কাম্য।